[redacted]

[redacted]

‘[redacted]’ [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

তারা এক সপ্তাহ ধরে কাউন্সিল বন্ধ করার জন্য ঢাকায় নেতাদের বাড়ি বাড়ি গেছে।

তিনি ব্যানার টাঙ্গানো প্রসঙ্গে বলেন, যদি কোন বান্দর এ ধরণের ব্যানার টাঙ্গায় আপানাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনাদের যার যা আছে তাই নিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত তাদের মোকাবেলা করবেন।

আমি আর ছাড় দিয়ে রাজনীতি করতে চাইনা।
এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন নেতাদের কাউন্সিলে আগাম দাওয়াত দিয়ে বলেন, ”আপনারা কাউন্সিলে আসবেন হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে।

যদি কেউ আওয়ামী লীগ বিরোধী কথা বলে যদি কেউ অন্যায় দাবি করে তার জন্য উচিৎ জবাব দেওয়াতে হবে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে চিরতরে আওয়ামী লীগ থেকে এই হাইব্রিড আওয়ামী লীগ বিদায় করতে হবে।”

তিনি সাবেক এমপি মকবুল হোসেনকে উদ্দেশ্যে করে বলেন,“ হাইব্রিড কিডাগো কালকে আইলি ৯০ সালে দলে আর তুমি অন্যকে বল হাইব্রিড সাথে আছে তোমার ডান হাতে বসা রাজাকারের ছেলে বাম হাতে বসা তোমার রাজাকারের ছেলে আর তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বল, লজ্জা করেনা শয়তানের দল।”

তিনি হুশিয়ার করে বলেন আর কোনদিন ছেড়ে দেওয়া হবেনা।
যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী নিয়োগে জনগনের টাকা নিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

তিনি বলেন, আমার কোন লোভ লালসা নেই আমি ৩৫ বছর রাজনীতি করেছি অথচ এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকি অথচ গাংনীর কোন কোন নেতা আগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে । আজ আবার তারাই আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে ।

গণ সংবর্ধনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেচুর রহমান মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি মাষ্টার, বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য মজিরুল ইসলাম, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মী।
এ সময় উপজেলার সকল স্তরের নেতা কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয়

জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রতিনিধি

মুজিবনগরে ইউএনওর হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে বন্ধ

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে থেকে মুক্তি পেয়েছে মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কুলসুম খাতুন।

বৃহস্প্রতিবার সন্ধায় মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ফিল্ডপাড়ায় কুলসুম এর নিজ বাড়িতে বিয়ের জন্যে আয়োজনকালে সেখানে ভ্রাম্মমান আদালত বসিয়ে এ বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়।
ভ্রামম্মান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনী।
কুলসুম খাতুন মোনাখালী গ্রামের আমানুল ইসলামের মেয়ে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান,বৃহস্প্রতিবার সন্ধায় কুলসুমের পিতা গোপনে তার নাবালিকা মেয়ের বিয়ের জন্যে আয়োজন করছে।
এমন খবর শোনার পর আমি সেখানে হাজির হই। পরে ঘটনা সঠিক হলে ভ্রাম্মমান আদালত বসিয়ে বাল্য বিয়ে দেওয়ার অপরাধে বিয়ে বন্ধসহ মেয়ের বাবার কাছ থেকে বাল্য বিবাহ নিয়ন্ত্রন আইনে ১হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।এবং যাতে মেয়ের প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া প্রযন্ত বিয়ে না দেয় সে জন্যে মেয়ের পিতাকে মুচলেকায় আবদ্ধ করা হয়।
ভ্রাম্মমান চলাকালীন সময়ে মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ উপস্থিত ছিলেন।

1. -মুজিবনগর অফিস

আলমডাঙ্গার চিৎলায় যুবলীগের কর্মী সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ১৪ নং চিৎলা ইউনিয়নে যুবলীগের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে চার ঘটিকার সময় হাপানিয়া স্কুল মাঠে চিংলা ইউনিয়ন যুবলীগের পরিচিতি সভা ও কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠান আহ্বায়ক কমিটির সভাপতি জনাব ইনতাদুল হক মেম্বারের সভাপতিত্বে কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ শামসুল আবেদীন খোকন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক জনাব নঈম হাসান জোয়াদ্দার। বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক জিল্লুর রহমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন এদেশে কোনো দুর্নীতি রাখা যাবে না। এবং দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে হবে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী যুবলীগের কাজ করতে হবে। প্রধান বক্তা বলেন যুবলীগ বাংলার মাটি ও মানুষের সংগঠন।

তাই শরীরের এক ফোটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এই যুবলীগ ছাড়বো না। তাছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন , জেলা কৃষকলীগের সভাপতি গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার , ইউনুস আলী মাস্টার , লেহাজ উদ্দিন , আসাদুজ্জামান কবির , হাসানুজ্জামান সরোয়ার , রবিউল ইসলাম , শাহনেওয়াজ সজল , শাহ ইমরান , রইস উদ্দিন মাস্টার ও ইমদাদুল হক মেম্বার ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চিৎলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি টিটু ও সাইদুর রহমান।

চিৎলা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু, জেলা জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল আলম প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সভাপতি শওকত, সম্পদক ফাহাদ

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে শওকত আলী কে সভাপতি ও ফাহাদ আলীকে সম্পাদক করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধায় ৪ নং ওয়ার্ডের শেখ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী যুগ্ম সম্পাদক আসলাম হোসেন পিন্টু, আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলী, ফাহাদ আলী প্রমুখ।

:শহর প্রতিনিধি

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের ৪১ তম প্রতিষ্ঠা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এরপর শ্রীমন্ত টাউন হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফ উজ জামান সিজারের সভাপত্বিতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, মজিবুল হক মালিক মজু, খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা ও জেলা বিএনপির সদস্য শরীফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ ঝন্টু।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অন্যায়ভাবে জেলখানায় বন্দি করে রাখা হয়েছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। তিনি ভীষণ অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছে না সরকার।

বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে নেতাকর্মিরা বলেন, ঘরে বসে থাকার সময় নেই, স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটাতে সবাইকে রাজপথে নামতে হবে। তারা আরো বলেন, বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ সকল অঙ্গসংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে বর্তমান সরকার যে ষড়যন্ত্র করছে যুবদল থাকতে তা কোন দিন সফল হবে না।

গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে কোন মূল্যে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মিকে মুক্ত করা হবে।

প্রতিদিন ডেস্ক

আওয়ামী লীগের জেলা-উপজেলা কাউন্সিল: বিতর্কিতদের কমিটিতে না রাখতে তৃণমূলে চিঠি

আওয়ামী লীগে চলমান শুদ্ধি অভিযানের ঢেউ লেগেছে তৃণমূলেও। এ ব্যাপারে জেলা-উপজেলা নেতাদের সতর্ক করে শনিবার থেকে চিঠি পাঠানো শুরু করেছে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ।

চিঠিতে অনুপ্রবেশকারী, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজ, বিতর্কিত, যারা দলে

বলয় তৈরি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন ও ‘পদ বাণিজ্যে’র সঙ্গে জড়িত- এমন নেতাদের কোনো স্তরের কমিটিতে স্থান না দিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানম-◌ির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিম বলেন, দল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকায় বিভিন্ন জায়গায় অনুপ্রবেশকারী, সুযোগসন্ধানী ও বিতর্কিতরা ঢুকে পড়েছে। এদের কারণে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণœ হয়। অনেক সময় বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনের আগে তৃণমূল সম্মেলন গুলো হচ্ছে। এটাই মুখ্য সময় এদের বিষয়ে সতর্ক থাকার। তাই এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেন কোনোভাবেই বিতর্কিত ও অনুপ্রবেশকারীরা দলে জায়গা না পায়।

ক্ষমতাসীন দলের নীতিনির্ধারণী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গতকাল রবাইজান যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তৃণমূলে কাউন্সিলের (সম্মেলন) আয়োজন ও নতুন কমিটিতে বিতর্কিতদের না রাখার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে যান। এরপর সেদিনই বিষয়টি নিয়ে ধানম-◌ির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৈঠকে তৃণমূলে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। শুক্রবার এসব চিঠিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। শনিবার দুপুর থেকে এসব চিঠি জেলা-উপজেলা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের ঠিকানা বরাবর কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠানো শুরু হয়।

আরও জানা গেছে, কিছুদিন আগে তৃণমূলে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেখানে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে সব পর্যায়ের কাউন্সিল শেষ করে তা তালিকা আকারে কেন্দ্রে পাঠাতে বলা হয়েছে। চিঠিতে তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের কমিটি থেকেও বিতর্কিত ব্যক্তিদের বাদ দেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি চলমান ‘শুদ্ধি’ অভিযানের অংশ বলে দলটির নীতিনির্ধারণী সূত্র থেকে বলা হয়েছে।

এদিকে শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে গতি বেড়েছে আওয়ামী লীগের তৃণমূল সম্মেলনেও। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা, উপজেলার কাউন্সিল শেষ করতে চান দলটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা। ইতিমধ্যে মাঠেও নেমে পড়েছেন তারা। প্রায় প্রতিটি জেলা, মহানগর ও উপজেলায় কর্মিসভা এবং বর্ধিত সভা করেছেন। এরপরই শুরু হয়েছে জেলা-উপজেলা কাউন্সিল। প্রায় অর্ধশত উপজেলা-

থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনও। বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম ও সাংগঠনিক সম্পাদকরা বলছেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ সব উপজেলা এবং ডিসেম্বরের ১০ তারিখের মধ্যে জেলা সম্মেলন শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

আওয়ামী লীগের আগের কমিটির মেয়াদে (২০১২ থেকে ২০১৬ সালে) ৫৮টি সাংগঠনিক জেলার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর জাতীয় সম্মেলনের পর ৭৮টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে শুধু একটিতে (২০১৭ সালের ২৮ অক্টোবর মৌলভীবাজার) সম্মেলন হয়েছিল। বাকি প্রায় সবগুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ ছিল। এর মধ্যে চাঁদপুর, কুমিল্লা দক্ষিণ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, শরীয়তপুর ও গাইবান্ধাসহ কিছু জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয় গত মার্চ, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারিতে। আর বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, কক্সবাজার ও মাগুরাসহ বেশকিছু জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছর।

কিছু জেলা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে তারও আগে। আর উপজেলা-থানা ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছিল অনেক আগেই।
এরই মধ্যে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র থেকে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় কাউন্সিল করার ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ সব কমিটির সম্মেলন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নির্দেশনার পরই মাঠে নামে আওয়ামী লীগের বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম ও সাংগঠনিক সম্পাদকরা। কোন কমিটির মেয়াদ নেই, কতদিন আগে মেয়াদ শেষ হয়েছে, কমিটি গঠনে কি কি সমস্যা রয়েছে- সেসব বিষয়ে সাংগঠনিক পরিকল্পনা তৈরি করেন তারা।

এরই অংশ হিসেবে প্রায় ৭ বছর পর শনিবার ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেয়াদোত্তীর্ণ বাকি সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে ১৫ নভেম্বর কুমিল্লা উত্তর জেলা, ৩০ নভেম্বর চট্টগ্রাম উত্তর জেলা, ১ ডিসেম্বর বরগুনা, ২ ডিসেম্বর পটুয়াখালী, ৩ ডিসেম্বর পিরোজপুর, ৫ ডিসেম্বর সিলেট জেলা, ৭ ডিসেম্বর বগুড়া জেলা ও বরিশাল জেলা, ৮ ডিসেম্বর বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সম্মেলনের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। অন্যগুলোর

তারিখও খুব শিগগিরই চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান বলেন, নেত্রীর (শেখ হাসিনার) বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে তৃণমূলের সম্মেলন করার জন্য আমরা প্রায় প্রতিদিন আলাদাভাবে বিভিন্ন স্থানে সাংগঠনিক সফর করছি। মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের রংপুর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক বলেন, সাংগঠনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের যে ধারাবাহিক কার্যক্রম তা চলমান রয়েছে।

আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ সব জেলা-উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন করে গঠন করা হবে। রাজশাহী বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের বেশির ভাগ জায়গায় কমিটি আপডেট আছে। যেগুলোর মেয়াদ নেই, তা নিয়ে কাজ করছি। তবে কিছু জায়গায় সমস্যাও আছে, সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি। খুলনা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন বলেন, আমরা জেলা-উপজেলার সম্মেলনের কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমার বিভাগে নভেম্বরের মধ্যে ৩৯টি উপজেলার সম্মেলন হবে।

এছাড়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৪টির মতো জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি।
চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একেএম এনামুল হক শামীম বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ উপজেলার সম্মেলন হয়ে যাবে। জেলা সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গতকাল (শনিবার) ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে বান্দরবান জেলার সম্মেলন হবে। এরপর কক্সবাজার আছে। কাল (রোববার) চট্টগ্রামে প্রতিনিধি সভা আছে।

আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সবগুলোর সম্মেলন শেষ করতে পারব।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সন্ধায় ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের আয়োজনে মেহেরপুর কাথুলি বাসস্ট্যান্ড মোড়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিতক্রমে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস কে সভাপতি ও আবু জাহিদ মোহাম্মদ তারিক কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষনা করা হয়।

৩নং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আ. রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যা. ইব্রাহীম শাহিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক ইকবাল হোসেন বুলবুল, কোষাধক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, শহর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, সদস্য আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা রাহিনুজ্জামান পোলেন।

:নিজস্ব প্রতিনিধি

সভাপতি নুরুল ইসলাম, সম্পদক মাসুদ হোসেন

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে কাউন্সিলরদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে আলহাজ¦ নুরুল ইসলাম কে সভাপতি এবং বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় মো: মাসুদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার সময় যাদবপুর ব্রীজের পূর্ব পার্শ্বের মোড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপত্বিতে সম্মেলনে বক্তব্য দেন সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, আওয়ামী লীগ নেতা বুলবুল হোসেন, আব্দুল মান্নান ছোট প্রমুখ।
সম্মেলনে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

শহর প্রতিনিধি